২০০৫ : মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক সংস্কারের যন্ত্রণা বাড়বে

আগামী বছর মানে ২০০৫ সালের প্রথম দিকে মূল্যস্ফীতির চাপ জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে... লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

হাত দেখে যারা ভাগ্য গণনা করে সেই সব গণক ঠাকুরের একটা সুবিধা রয়েছে। হাতের রেখার রহস্য শুধু তারাই জানেন। অথচ সব মানুষই দিন-রাতে কতোশত বার নিজের হাতের রেখাগুলো দেখছে, অথচ এর কোনো মানে করতে পারছে না। ফলে, গণক ঠাকুর যা বলেন, তা বিশ্বাস করতে অতোটা অসুবিধা হয় না, যতোটা অসুবিধা হয় কোনো জানা বিষয় নিয়ে আরো বিস্তারিত শুনতে গেলে, মানে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিপদ হলো অর্থনীতি নিয়ে কোনো পূর্বাভাস দেয়া বা ভবিষ্যদ্বাণী করা। প্রায় সব মানুষই জানতে চায়, আগামী দিনগুলোয় জিনিসপত্রের দাম এবং আয় করার সুযোগ বাড়বে বা কমবে কিনা। প্রশ্নটা যতো সহজে করা যায়, উত্তর দেয়া ততো কঠিন হয়ে পড়ে। ২০০৫ সালে অর্থনীতি কেমন যাবে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে আসলে সেরকম একটা বিপদেই পড়তে হয়েছে সাপ্তাহিক ২০০০কে। তারপরও অবশ্য গত কয়েক বছর থেকে আমরা এই বর্ষশেষ সংখ্যায় অর্থনীতির একটা পূর্বাভাস দেয়ার চেষ্টা করি। আর সেটা করা হয় অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি ও তথ্য-পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে। ঐসব পূর্বাভাসের কিছু সত্যি হয়, কিছু হয় না। এবারের এই পূর্বাভাস কিছু সত্যি হবে, কিছু হবে না।

মূল্যস্ফীতি বাড়বে

অনেকটা জোর দিয়েই আমরা এবার বলতে পারছি যে ২০০৫ সালে মূল্যস্ফীতি বাড়বে। তার মানে সোজা ভাষায় : জিনিসপত্র ও সেবা-সামগ্রীর দাম বাড়বে, বাড়বে নির্দিষ্ট ও সীমিত আয়ের মানুষের দুর্ভোগ। বছরের একেবারে শেষ ভাগে এসে সরকার যখন কেরোসিন ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিলেন, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সামনে সাধারণ মানুষের জন্য খারাপ সময় আসছে। গত ২২ ডিসেম্বর বুধবার ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ সভায় ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটার প্রতি তিন টাকা বাড়িয়ে ২৩ টাকায় ধার্য করেছে। তেলের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের যুক্তি দুটো : অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান মনে করেন, প্রতিবেশী ভারতের তুলনায় দাম কম থাকায় প্রচুর পরিমাণে ডিজেল ও কেরোসিন ভারতে চোরাই পথে পাচার হচ্ছে। কাজেই দাম বাড়াতে হবে। আর জ্বালানি মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বললেন, যেহেতু আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক দিন ধরে দাম বেড়েছে, সেহেতু বাংলাদেশেও এবার দাম সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। না হলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আরো লোকসান গুনবে। দুটো যুক্তিই কী গ্রহণযোগ্য? বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা

প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখত মনে করেন, না। তাঁর ভাষায় : 'জ্বালানি তেল পাচার হওয়া মূলত প্রশাসনিক ব্যর্থতার সমস্যা, আইন প্রয়োগে ব্যর্থতার সমস্যা। ওদিকে ঠিক না করে এভাবে দাম বাড়িয়ে পাচার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না।' তিনি আরো বলেন, 'বিশ্ব বাজারের দামের সঙ্গে সমন্বয় করতে দাম বাড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই সত্যি, তবে দাম বাড়ানোর কাজটি সময়োপযোগী হয়নি। বরং, মূল্যস্ফীতির চাপ কমে আসা এবং বোরো ধানের আবাদকালীন সময়টা পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার ছিল।'

চলতি অর্থ বছরের প্রথম দিক থেকে বিশেষত বন্যার কারণে মূল্যস্ফীতি কিন্তু বেড়েই চলেছে। বেশি বেড়েছে খাদ্য-সামগ্রীর দাম। অক্টোবর মাসে গড়ে জাতীয় মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৭.৯২%, সেখানে এই মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে ১০%-এর বেশি। বন্যাজনিত কারণে, খাদ্য উৎপাদনে ও সরবরাহে ঘাটতিই এর প্রধান কারণ। ইতিমধ্যে এ বছর আউস ধানের ফলন আগের বছরের চেয়ে কম হয়েছে। আমনের ফলনও কমে গেছে। গত বছর যেখানে আমনের ফলন ছিল ১১৫ লাখ মেট্রিক টন, সেখানে এবার হয়েছে প্রায় ১১০ লাখ টন। অথচ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২৮ লাখ টন।

এদিকে দেশে এখন চলছে বোরো ধানের চারা বপনের সময়। তারপরই জমিতে সার ও সেচ দিতে হবে। দেশের ৮৩% সেচ কাজের জন্য ডিজেল ব্যবহার করতে হয়। মাত্র ১৭% হয় বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে। বাড়তি দাম ডিজেল কিনে সেচ দিতে গেলে কৃষক আবার বিপাকে পড়বে। সেক্ষেত্রে দু'ধরনের আশঙ্কা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেন্টার ফর পলসি ডায়লগের গবেষক ড. উত্তম কুমার দেব। তিনি বলেন, 'একটা হতে পারে, কৃষকরা সেচের খরচ বাঁচাতে উৎপাদন কমিয়ে ফেলতে পারে। ফলে, বোরো উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে না এবং দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে। আবার, কৃষকরা যেহেতু বীজতলায় চারা তুলে ফেলেছে এবং রোপণের কাজও আরম্ভ হয়েছে, সেহেতু উৎপাদন হবে ঠিকই। কিন্তু, বৈশাখ মাসে যখন ধান উঠবে, তখন বাজারে ন্যায্য দাম পাবে না। কারণ, এমনিতেই চালের দাম এখন বাড়তির দিকে। সামনে আরো বাড়লে, দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার প্রচুর চাল আমদানি করে বাজার দর কমানোর চেষ্টা করবে। যথেষ্ট সরবরাহ থাকায় দাম যখন কমে আসবে, তখন বোরো উঠবে।'

তার মানে এটা স্পষ্ট যে একাধিক সংকট অপেক্ষা করছে সামনের দিনে। এমনিতেই বাজারে এখন মোটা চালের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। প্রতি বছর এই সময় সাধারণত দাম পড়তির দিকে থাকে, ডিসেম্বরের পর আবার বাড়তে থাকে। এপ্রিলের শেষভাবে বোরো বাজারে আসা আরম্ভ করলে আবার দাম নামতে থাকে। এ বছর হয়েছে উল্টোটা। ফলে, চাল ব্যবসায়ীরা ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে তুলনামূলকভাবে কম দামে প্রচুর পরিমাণ চাল আমদানি করেছে। এখন এগুলো বাজারে বিক্রি করে লাভও তুলছে। অবশ্য এভাবে চালের সরবরাহ আসতে থাকলে বাজার দর পড়ে যাবে ঠিকই তখন হয়তো বোরো কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ, বন্যার কারণে এবার তাদের উৎপাদন খরচ

অর্থনীতির প্রধান ১০টি ঘটনা : ২০০৪

১. ঢাকায় ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশের (আইসিসিবি) উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী বিশ্ব বাণিজ্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. সুপাচাই পানিচপাকদি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ট্রেড কমিশনার প্যাসকেল ল্যামিসহ বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীদের যোগদান।

২. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের (বিডিএফ) বার্ষিক বৈঠক; প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক উদ্বোধন।

৩. বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের শর্তানুসারে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকে কনসালটেন্ট ফার্ম জিবিআরডব্লিউর কাজ; রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংকে প্রাইস ওয়াটার কুপার হাউজের পরামর্শ দলসহ নাসের বখতিয়ারের বহিরাগত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান।

৪. অর্থমন্ত্রী হিসেবে সাইফুর রহমানের মোট দশবার বাজেট পেশ। জাতীয় বাজেটে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শ মেনে সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক হার ২৫%-এ নামিয়ে আনা; স্থানীয় শিল্প হুমকির মুখে।

৫. সঞ্চয়পত্রের সুদের হার দুই দফায় কমিয়ে গড়ে ১০.৫%-এ নামিয়ে আনা।

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক ভ্যাট আদায়ে কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারি ক্ষমতা প্রয়োগের সিদ্ধান্তে ব্যবসায়ী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ।

৭. কোটামুক্ত বিশ্ববাজারের প্রস্তুতি নিয়ে বাংলাদেশ গার্মেন্টস প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) কখনো নেতিবাচক, কখনো ইতিবাচকসহ বছরজুড়ে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা; বাংলাদেশ নিট প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) আশাবাদী অবস্থান।

৮. ভারতের টাটা শিল্পগোষ্ঠী কর্তৃক বাংলাদেশে ২০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব পেশ।

৯. মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের মালয়েশীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের ঢাকায় আগমন ও বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ।

এক বছর শেয়ারবাজারের মূল্য সূচক ১০০০ পয়েন্ট বেড়ে শেষ ভাগে এসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক মূল্যসূচক ২,০০০ পয়েন্ট স্পর্শকরণ।

সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক আমানতের সুদের হার অনেকখানি কমিয়ে দেয়া হয়েছে। মূল্যস্ফীতি এখন যে জায়গায় আছে তাতেই ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ থেকে মানুষ আসলে সুফল পাচ্ছে না। আর মূল্যস্ফীতি আরো বাড়লে, ব্যাংক সঞ্চয় থেকে প্রকৃত আয় নেতিবাচক হয়ে যাবে। একই বলে বাজারমুখী সংস্কারে বিষময় ফল

বেশি পড়ে যাচ্ছে। তার ওপর ডিজেল ও কেরোসিনের দর বৃদ্ধি।

অর্থমন্ত্রী অবশ্য জানিয়েছেন যে কৃষিকাজে জন্য ব্যবহৃত ডিজেলচালিত সেচ পাম্পগুলোকে ২৫% পর্যন্ত ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে যদি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে। কাজটি খুব সহজ নয়। তবে, কৃষি মন্ত্রণালয় অনেকদিন থেকেই এটি করার জন্য বলে আসছিল। ভারতে কৃষকদের যেভাবে সেচকাজে ভর্তুকি দেয়া হয় এখানেও সেভাবে দেয়ার সুযোগ আছে। অথচ কাজটি কেউই করছে না।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। জায়েদ বখত আরো বলেছেন, 'জানুয়ারির শেষভাগে কোরবানির ঈদ। ঈদ মৌসুমে এমনিতেই বাস-ট্রাকে ভাড়া বাড়ে। আর ডিজেলে মূল্য বাড়ায় পরিবহন ব্যয় এখনই অনেক বেড়ে যাবে। দু'য়ে মিলে পরিবহন ব্যয় যে পরিমাণ বাড়বে, তা সাধারণ মানুষের জন্য ভোগান্তিই আনবে। যাতায়াতের খরচ বাড়া পাশপাশি পণ্য পরিবহনের ব্যয় বেড়ে গিয়ে জিনিসপত্র ও খাদ্যসামগ্রীর দাম বাড়বে। সব মিলিয়ে মূল্যস্ফীতির চাপ অসহনীয় হয়ে উঠবে।' তিনি আরো বলেন, 'গ্রামের মানুষ কেরোসিন জ্বালানি নিভর হওয়ায় তারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

বাংলাদেশ ব্যাংক গত মাসে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে জ্বালানি তেলের দর বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব রুখতে পরিবহন ও বিদ্যুৎ খাতে তেলের বিকল্প হিসেবে গ্যাস ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই পরামর্শটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্যাস রপ্তানির মতো হঠকারিতা না করে বরং দেশীয় চাহিদা মেটানোর কাজে গ্যাস ব্যবহার করা গেলে তা যে বহুদিক থেকে লাভজনক ও সাশ্রয়ী হবে তা বাংলাদেশ ব্যাংক বুঝলেও সরকার বুঝতে চাচ্ছে না।

বাজারমুখী সংস্কারের বিষময় ফল

ইতিমধ্যে খুচরা বাজারে কেরোসিন ২৬ টাকা থেকে ৩০ টাকায় বিক্রি হওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। বাস মালিকরা বাস ভাড়া ২৫% বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। এ দুটো বিষয় আবারও বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের অসহায়ত্ব তুলে ধরছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর নির্দেশে বাজারমুখী সংস্কারের নামে সরকারের হাত থেকে অস্বাভাবিক বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করার সব হাতিয়ারই তো অকার্যকর করে ফেলা হয়েছে। বাজারে রাষ্ট্রীয়ভাবে জ্বালানি সরবরাহকারী শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই যা দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। একইভাবে বিআরটিসিকে পঙ্গু করে গোটা পরিবহন ব্যবস্থা বেসরকারি খাতের কাছে জিম্মি করে দিয়েছে খোদ সরকার। নেই রেলওয়েকে সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার ব্যবস্থা। ফলে, মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণ মানুষ যে আরো বেকায়দায় পড়বে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে।

ওদিকে সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক আমানতের সুদের হার অনেকখানি কমিয়ে দেয়া হয়েছে। মূল্যস্ফীতি এখন যে জায়গায় আছে তাতেই ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ থেকে মানুষ আসলে সুফল পাচ্ছে না। আর মূল্যস্ফীতি আরো বাড়লে, ব্যাংক সঞ্চয় থেকে প্রকৃত আয় নেতিবাচক হয়ে যাবে। একই বলে বাজারমুখী সংস্কারে বিষময় ফল। আবার ব্যাংকের ঋণের সুদের হার ১০%-এর নিচে নামিয়ে আনার জন্য ব্যাংকগুলোর ওপর যে চাপ আছে তা করতে গিয়ে আমানতের সুদের হার আরেক দফা কমার সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্য আমানতের সুদ আর না কমানোর জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দিয়েছে। বাস্তবে তা কতোটা কার্যকর হবে তা দেখার বিষয়।

মুদ্রাস্ফীতি

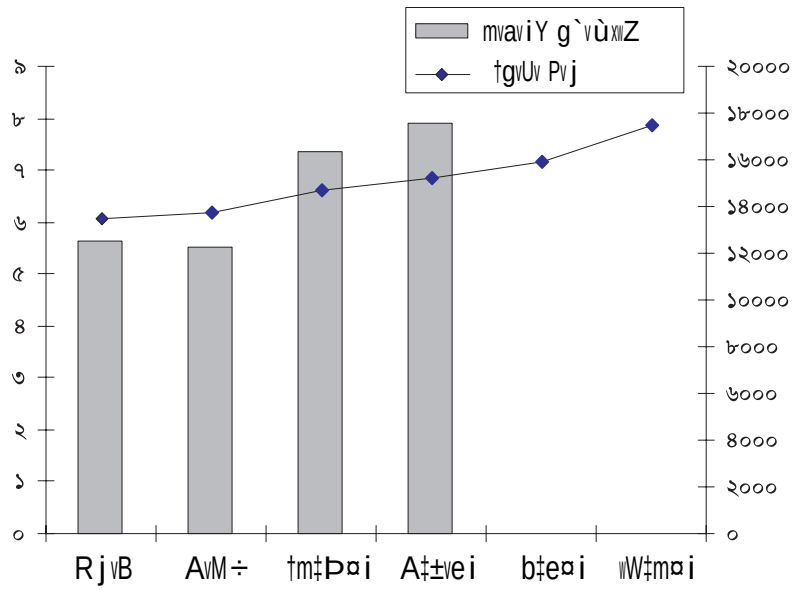

২০০৫ সালে মূল্যস্ফীতি বাড়বে। তার মানে সোজা ভাষায় : জিনিসপত্র ও সেবা-সামগ্রীর দাম বাড়বে, বাড়বে নির্দিষ্ট ও সীমিত আয়ের মানুষের দুর্ভোগ। বছরের একেবারে শেষ ভাগে এসে সরকার যখন কেরোসিন ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিলেন, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সামনে সাধারণ মানুষের জন্য খারাপ সময় আসছে

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¨v"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪